তারিখ ... 23 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 8 ...

কালের কণ্ঠ

অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

টিউশন ফি ট্রাস্টিদের ভাগবাটোয়ারা

শরীফুল আলম সুমন ▷

আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ অলাভজনক। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বাদে আয়ের পুরো অর্থ ব্যবহৃত হবে উন্নয়নকাজে। অথচ উল্টো নিয়মে চলছে অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। মাস শেষে টিউশন ফি নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা। এমনকি কে কত টাকা নেবেন তা বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে আগে থেকেই নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। আর যাঁরা সরাসরি টাকা নিতে পারেন না তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানজনক পদে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে টিউশন ফির ভাগ। এমনকি ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েক সদস্যের বিরুদ্ধে সনদ বাণিজ্যের অভিযোগও রয়েছে।

অতীশ দীপঙ্কর একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হলেও নেই মানসম্মত ল্যাবরেটরি। টেক্সটাইল ও ফার্মেসির মতো বিভাগ থাকলেও ন্যূনতম ব্যবহারিক ছাড়াই এখানে গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা হচ্ছে। ফলে তাঁরা চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়ছেন।

সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ২

টিউশন ফি ট্রাস্টিদের ভাগবাটোয়ারা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অনিয়মের ব্যাপারে অভিযোগ জমা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি)। এর ভিত্তিতে ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগমকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কমিটি তাদের কাজ শুরু করেছে বলে জানা যায়।

ড. দিল আফরোজা বেগম এ ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, 'ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নির্দেশ দেওয়া আছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে। তিনি ফেরার পর এ ব্যাপারে জানতে পারবেন।'

তবে নাম প্রকাশ না করে ইউজিসির এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অতীশ দীপঙ্কর নিয়ে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি কাজ করছে। তবে কমিটি সামান্যই খোঁজখবর নিয়েছে। তদন্তের গতিও খুব ধীর।'

ইউজিসিতে জমা পড়া অভিযোগ থেকে জানা যায়, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ সদস্যের ট্রাস্টি বোর্ডের পেছনে সম্মানী বাবদ মাসে ব্যয় হয় ২৫ লাখ টাকা। ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাসে নেন চার লাখ টাকা, দুজন সিনিয়র সদস্য আড়াই লাখ করে এবং অন্য সদস্যরা নেন এক লাখ টাকা করে। এর বাইরে ট্রাস্টি বোর্ডের মিটিংয়ে অংশগ্রহণে যাতায়াত ভাতা বাবদ প্রতি সদস্যকে দেওয়া হয় ৩০ হাজার টাকা।

অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘদিন এই বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করেছে। এসব ক্যাম্পাসে দেদার সনদ বিক্রি করা হয়েছে। বিশেষ করে মিরপুর, পান্থপথ ও পল্টন শাখায় সবচেয়ে বেশি সনদ বাণিজ্য হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য, যিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও সহযোগী অধ্যাপক তিনিসহ কয়েকজন মিলে এলএলবিসহ বিভিন্ন বিষয়ের সার্টিফিকেট বিক্রি করেছেন। তাঁদের আয়ের বড় উৎসই ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সটাইল ও ফার্মেসির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ থাকলেও এ জন্য পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি নেই। যদিও ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করে তালিকা পাঠানো হয়েছে। বাস্তবে এর অর্ধেকও নেই। টেক্সটাইল ল্যাবে ২৪টি যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এর অধিকাংশই নেই। আর যা আছে এর বেশির ভাগই নষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগমকে মাসে দেওয়া হয় চার লাখ টাকা করে। এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক গাড়ি এবং চালকের খরচও বহন করে বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ড. মো. শাহীন খান, মো. লিয়াকত আলী সিকদার, মো. তাহেরুল ইসলাম পাটোয়ারীসহ কয়েকজনকে উপদেষ্টা হিসেবে দেখিয়ে মাসিক সম্মানী দেওয়া হয় এক লাখ টাকা করে। আর সৈয়দ মোহাম্মদ হেমায়েত হোসাইনসহ কয়েকজনকে পরিচালক হিসেবে দেখিয়েও মাসিক এক লাখ টাকা করে সম্মানী দেওয়া হয়।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থী আট হাজার ৩৫৬ জন। শিক্ষক রয়েছেন ৩১০ জন। এর মধ্যে আবার ৮২ জন খণ্ডকালীন। অধ্যাপকের সংখ্যা ২৮ জন, সহযোগী অধ্যাপক আটজন, সহকারী অধ্যাপক ১২ জন ও প্রভাষক ২৬২ জন। তবে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হলেও গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে এক টাকাও ব্যয় করেনি তারা।

নাম প্রকাশ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, 'বাস্তবে অধ্যাপকের সংখ্যা আরো কম। মূলত প্রভাষক দিয়েই কাজ চালানো হয়। এ ছাড়া এত দিন ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা সরাসরি সম্মানী নিলেও ইউজিসি তদন্তে নামার পর তা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নানা খাতের খরচ দেখিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

এসব বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ হেমায়েত হোসাইন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ট্রাস্টি বোর্ডের যেসব সদস্য ফুলটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় দিতেন তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে দেখিয়ে আমরা একটা সম্মানী দিতাম। ইউজিসি আপত্তি জানানোর পর তা বন্ধ করে দিয়েছি। আগে আমাদের অনেক সমস্যাই ছিল। তা চিহ্নিত করে সমাধানের চেষ্টা করছি। স্থায়ী ক্যাম্পাসে ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কী কী প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে আমরা দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'